অবসর ঘোষণা জেরার্ড পিকের

মস্কো, ৩ জুলাই: ইনিয়েস্তার পর এবার একই পথেই হাঁটলেন জেরার্ড পিকে। নিজের আন্তর্জাতিক ফুটবল জীবনে ইতি টানলেন তিনি। সূত্রের খবর, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ভুলেই পেনাল্টি থেকে গোল পেয়ে যায় চেরিশভরা। বক্সের মধ্যে তিনি যেভাবে হ্যান্ডবল করে বসেন, তার জন্য এখনও স্প্যানিশরা ক্ষমা করতে পারছেন না পিকেকে। তাই হয়তো এত তড়িঘড়ি অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেই দিলেন। দেশের হয়ে ১০২টি ম্যাচ খেলেছেন বার্সেলোনার এই নামজাদা তারকা। ২০১০'র বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনিও। বিদায়বেলায় পিকের আক্ষেপ একটাই। শেষটা ভাল হল না।

বল বিকৃতিতে আরও কড়া শাস্তি নিয়ে এল আইসিসি

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: এতদিন পর্যন্ত বল বিকৃতির ক্ষেত্রে খুব বড়ো রকম শাস্তির বিধান ছিল না আইসিসি'র। তাই স্মিথ-ওয়ার্নার-ব্যানক্রফ্ট হোক বা শ্রীলঙ্কার দীনেশ চান্ডিমল, এক টেস্টের বেশি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়নি। কিন্তু এবার থেকে বল বিকৃতি ঘটালেই চরমতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে ক্রিকেটারদের। দুবাইয়ে আইসিসি'র একটি বিশেষ বৈঠকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন থেকে বল বিকৃতি 'লেভেল ৩' অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। এই অপরাধ প্রমাণিত হলে, ক্রিকেটারদের কপালে জুটবে১২টি সাসপেনশন পয়েন্ট। এরফলে হয় ৬টা টেস্ট নয়তো ১২টা একদিনের ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হয়ে যাবেন ক্রিকেটাররা। বল বিকৃতিতে এই শাস্তির পাশাপাশি স্লেজিং রুখতেও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। এখন থেকে অশ্লীল ভাষায় স্লেজিংও অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।

অভিষেকেই বিদায় ভামব্রির

লন্ডন, ৩ জুলাই: অল ইংল্যান্ড ক্লাবে প্রথমবার খেলার যোগ্যতা অর্জন করেই মূলপর্বে বিদায় নিলেন যুকি ভামব্রি। প্রথম রাউন্ডে ২ ঘন্টা ৩৯ মিনিটে ৪ সেটের লড়াইয়ে ৬-২, ৩-৬, ৩-৬, ২-৬ সেটে হার মানেন ভারতের এক নম্বর তারকা। বছর পঁচিশের ভামব্রি প্রথম একশোতে থাকা এমন একজন টেনিস তারকা যিনি স্পনসর ছাড়াই কোর্টে নেমেছিলেন। ইতালির কোয়ালিফায়ার থমাস ফ্যাবিয়ানোর বিরুদ্ধে প্রথম সেটে দারুণ ফোরহ্যান্ডে আক্রমণাত্মক টেনিস খেলে সহজেই জয় পান বিশ্বের ৮৫ নম্বর ভারতীয় টেনিস তারকা। কিন্তু পরের তিনটি সেট টানা হেরে উন্মলডন থেকে বিদায় নিলেন ভামব্রি। ভারতের ডেভিস কাপ প্লেয়ার এদিন ৬১ টি আনফোর্সড এরর করেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যাবিয়ানোর সেখানে এরর হয় মাত্র ২০ টি।

নক-আউটে সাফল্যের বিচারে তারকাদের মধ্যে শীর্ষে নেইমার

মস্কো, ৩ জুলাই: রাশিয়ায় বিশ্বকাপ। অঘটনের বিশ্বকাপ। শেষ ষোলোয় উঠে ফ্রান্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন মেসি। দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ রোনাল্ডোও। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে জার্মানি। রাশিয়ার কাছে হেরে বিদায় স্পেনেরও। ফুটবল ভক্তদের বিশেষ করে কলকাতাবাসীদের যাবতীয় আশা ভরসা ছিল নেইমার অর্থাৎ ব্রাজিল। ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডার কিডের ছোঁয়ায় সামাবায় সাম্বা জাদু। লন্ডভন্ড মেক্সিকান ডিফেন্স। ভোলগা-পারে নেইমার যা করালেন, তাতে বাঁধাভাও উচ্ছ্বাসে ভাসলেন ফুটবল সমর্থকেরা। রাশিয়া বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচে মেসির গোল সংখ্যা ১। ৪ ম্যাচে একটি হ্যাটট্রিক সহ রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা ৪। আর নেইমার ৪ ম্যাচে গোল করেছেন ২টি। বিশ্বকাপের সাফল্যের বিচারে মেসি-রোনাল্ডোকে টেক্কা দিচ্ছেন প্যারিস সাঁ জাঁ'র প্লে-মেকার নেইমার। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ থেকে ২০১৮ এই ৪টি বিশ্বকাপের, ৮টি নক আউট পর্বের ম্যাচে প্রায় ৭৬০ মিনিট মাঠে থেকেও একটিও গোল পাননি মেসি। নিষ্প্রভ রোনাল্ডোও। চারটি বিশ্বকাপে প্রায় ৫১৪ মিনিট খেলেও তাঁর গোলসংখ্যা মেসির মতোই শূন্য। আর দলের যখন প্রয়োজন, তখনই জ্বলে উঠলেন নেইমার। নিজে গোল করলেন, ফিরমিনোকে দিয়ে গোল করালেন। নক আউটের প্রথম পর্ব পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে তুললেন দলকে। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সঙ্গে বাঙালির আবেগের সম্পর্ক। বিশ্বকাপ এলেই বাঙালি আড়াআড়ি বিভক্ত। কেউ সাম্বা জাদুর ভক্ত। কেউ নীল-সাদার স্রোতে গা ভাসান। কেউ গলা ফাটান মেসির হয়ে। কেউ চান নেইমারের জয়। রোনাল্ডোর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ভক্তও আছেন অনেক। কিন্তু, এবার মেসি ও রোনাল্ডো বিদায়ের পর তাঁদের সব আশা ভরসা নেইমারই।

এদিন মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতে নেইমারের বক্তব্য, আমরা কষ্ট করে শিখেছি। ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল। বিপক্ষ দলের গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবাল ছিলাম। সোমবারের ম্যাচে ৫১ মিনিটে উইলিয়ানের একটি লো ক্রস কাজে লাগিয়ে বিশ্বকাপের ছ'নম্বর ও চলতি বিশ্বকাপে নিজের ষিতীয় গোলটি করলেন তিনি। দলের কোচ তিতে বলেন, নেইমার প্রায় সাড়ে তিন মাস মাঠের বাইরে ছিল। তারপরেও ও যে সেরা ফর্মে রয়েছে, এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। তিনি আরও বলেন, একজন তারকা ফুটবলারের সবথেকে বড় গুণ হল চার-পাঁচটা ম্যাচের মধ্যেই নিজেকে একেবারে সুস্থ করে তোলা। গত ম্যাচে নেইমার অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছিল। আর আজও সেই একই পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া গেল। অন্যদিকে, নেইমার দা সিলভা স্যাটোস (জুনিয়র) মনে করছেন, রাশিয়া বিশ্বকাপে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। ব্রাজিলীয় মহাতারকার লক্ষ্য মেক্সিকোর কোচ থুয়ান কার্লোস ওসোরিয়া। ক্ষোভের কারণ মেক্সিকো কোচ নাম না করেই তাঁর বিরুদ্ধে 'যা ইচ্ছে তাই বলেছেন'। সামারায় ম্যাচের পরে ওসোরিয়া বলেছেন, 'দুর্ভাগ্য ও লজ্জার বিষয় হল একজন ফুটবলারের জন্য আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। এই খেলাটা শক্তিশালী মানুষদের খেলা। ব্যক্তির খেলা। কিন্তু এখানে এত অভিনয় সত্যি মানা যায় না'। ওসোরিয়োর মন্তব্যে বিরক্ত নেইমারের প্রতিক্রিয়া, 'এটা আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।' কিন্তু ব্রাজিলীয় তারকার কথা, এই সব সমালোচনাকে পাত্তা দিই না। কারণ এগুলো নিয়ে ভাববে একজন খেলোয়াড়ের খেলায় তার প্রভাব পড়বে। শেষ দুটো ম্যাচের পরে আমি কথা বলিনি কারণ, অনেকে মিলে বড্ড বেশি কথা বলছিল আর উত্তেজিত হচ্ছিল। জানি না এ সব লোক দেখানো কি না। এখানে এসেছি সতীর্থদের নিয়ে ম্যাচ জিততে। অন্য কিছু করতে নয়। নেইমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি না কি বারবার মারাত্মক আহত হওয়ার অভিনয় করেন। ব্রাজিলের কোচ তিতেও এই ধরনের কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলেছেন, ঘটনার ভিডিও দেখুন। তখন দেখবেন আপনাদের কিছুই বলার থাকবে না। বোঝাই যাচ্ছে তিতে রেফারির পক্ষে কথা বলেছেন। কিন্তু মেক্সিকো কোচ ওসোরিয়ো ঠিক উল্টোটা মনে করছেন। তাঁর বক্তব্য, রেফারি পুরোপুরি ব্রাজিলের হয়ে খেলে। তিনি বলেন, আমার তো খেলা দেখে মনে হচ্ছিল ব্রাজিলের ফরোয়ার্ডরা সারাক্ষণ অপেক্ষা করেছে কখন আমাদের ফুটবলারের সামান্যতম স্পর্শ হবে। আর রেফারি সেই মুহূর্তে ফাউল দেবে। নেইমার কিন্তু সব বিতর্ক এড়িয়ে মেক্সিকোর প্রশংসা করেছেন। সঙ্গে এটাও বুঝিয়েছেন বিপক্ষের খেলা তাঁদের কাছে একটা সময় যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সতীর্থদের উদ্দেশ করে তাঁর কথা, আমাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। তা থেকে শিখতেও হবে। কঠিন একটা ম্যাচ আমরা খেললাম। ভাল করেই জানতাম বিপক্ষ দলের ক্ষমতার কথা। সতিই মেক্সিকো দারুণ।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন হন্ডা

রাশিয়া, ৩ জুলাই : বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে রাশিয়া বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে ২-৩ গোলে হেরে বিদায় নিল জাপান। আর নীল সামুরাইরা বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন জাপানের তারকা ফুটবলার কেইসুকি হন্ডা। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জাপান হেরে যাওয়ার পর সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটা জানালেন হন্ডা। অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে হন্ডা জানালেন,'আমি জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। জাপানের হয়ে দীর্ঘদিন খেলতে পেরে আমি খুশি। জাপান দলে অনেক ভাল ভাল তরুণ ফুটবলার রয়েছে। এখন জাপানের ফুটবলে ইতিহাস লেখার সময় এসেছে তাদের।' ২০০৮ সালের ২২ জুন বাহারিনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচের মধ্য দিয়ে জাপানের সিনিয়র দলের হয়ে অভিষেক হয় হন্ডার। দেশের হয়ে তিনি প্রথম গোল করেন ২০০৯ সালের ২৭ মে চিলির বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে। ২০১০ বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগে ক্যামেরুন ও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে একটি করে গোল করেন তিনি। এরপর শেষ ষোলোর লড়াইতে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি শুটআউটে একটি গোল করেন এই তারকা ফুটবলার। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে আইভোরি কোস্টের বিরুদ্ধে গোল করে প্রথম জাপানি ফুটবলার হিসাবে দুটি বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ড করেন তিনি। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে সেনেগালের বিরুদ্ধে একটি গোল করেন। এরপর বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টারের ম্যাচ হেরে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন হন্ডা।

দেশের হয়ে ৯৮টি ম্যাচ খেলে ৩৭টি গোল করেছেন তিনি। ক্লাব ফুটবলে একসময় এসি মিলানের হয়ে খেলেছেন তিনি। বর্তমানে মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকার হয়ে খেলেন হন্ডা। এবারের বিশ্বকাপে মাসকেরানো, ইনিয়েস্তার পর হন্ডার মতো এক তারকা ফুটবলারের অবসর বিশ্ব ফুটবলে ষিচ্ছুটা হলেও শূন্যতা সৃষ্টি করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কোয়ার্টার ফাইনালের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাশিয়া। শনিবার ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে তারা।

জাপানের সমর্থকদের স্বচ্ছতার নজির

রাশিয়া, ৩ জুলাই : প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ২-৩ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে জাপান ছিটকে যায়। ফলে স্বভাবতই বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল জাপানের সমর্থকদের। কিন্তু তার পরও ম্যাচ শেষে জাপানের ভক্তরা নেমে পড়ল স্টেডিয়াম পরিষ্কার করতে। আর জানান দিয়ে গেল রাশিয়া থেকে জাপান বড় কিছু নিয়ে যেতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু রাশিয়াকে বড় কিছু দিয়ে গেলাম। স্টেডিয়াম পরিষ্কার সময়ও দেশটির সমর্থকদের মুখ জাপানের পতাকার রংয়ে সাজানো ছিল। গায়ে হোন্ডারদের জার্সি পরা। হাতে একটা বড় পতাকা নিয়ে স্টেডিয়াম পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন অনেকে। কারও কারও গায়ে তখনও জাপানের পতাকা জড়ানো। মাঠে দর্শকদের ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো পরিষ্কার করছেন তারা। জাপানের সমর্থকরা যেমন গ্যালারি থেকে দেশের ফুটবলারদের জন্য গলা ফাটাতে পারেন তেমনি স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে একটা নজিরও সৃষ্টি করতে পারেন।

আইএফএ'র ইতিহাসে নয়া চমক

স্টাফ রিপোর্টার: আইএফএ-র ইতিহাসে নয়া নজির। শতাব্দী প্রাচীন আইএফএতে সংবিধান বদল করে নতুন চেয়ারম্যান পদ তৈরি করা হল। সংবিধান সংশোধিত করে আইএফএ'তে প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হলেন সুব্রত দত্ত। দীর্ঘদিন তিনি আইএফএ'র সভাপতির পদে দায়িত্বে ছিলেন। এবার তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন। আর সুব্রত দত্তর ফেলে যাওয়া চেয়ারে সভাপতির পদে নির্বাচিত হলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি এবার বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সহ সভাপতির পদে নির্বাচিত হলেন কে ডি পাল, শ্যামল মিত্র এবং প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপ দত্ত। শ্যামল মিত্র হলেন গুণ্ডা পুরসভার মেয়র পারিষদ। চেয়ারম্যান, সভাপতি এবং সহ সভাপতি নির্বাচিত হলেও আইএফএ সহ সচিব পদ নির্বাচিত হবে ৬ জুলাই শুক্রবার। সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ পদে বহাল রইলেন উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেকর্ড ফিঞ্চের, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে জয় অস্ট্রেলিয়ার

হারারে, ৩ জুলাই: আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে রেকর্ড গড়লেন অ্যারন ফিঞ্চ। হারারে ত্রিদেশীয় সিরিজের ষিতীয় টি-২০ ম্যাচে খেলতে নেমে নিজের করা পুরনো রেকর্ড ভাঙলেন তিনি। এর আগে ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৩ বলে ১৫৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। তখন তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১১টি বাউন্ডারি ও ১৪টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। সেই চোখ ধাঁধানো ইনিংসের পরে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এই রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন তিনি। ৬৯ বলে ১৭২ রান করলেন ফিঞ্চ। তাঁর ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৬টি বাউন্ডারি ও ১০টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। এই রান করার সময় ফিঞ্চের স্ট্রাইক রেট ছিল ২২৬.৩১। এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক হ্যামিল্টন মাসাকাদজা। ব্যাট করতে নেমে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করতে থাকেন অ্যারন ফিঞ্চ। অন্য ওপেনার ৪২ বলে ৪৬ রানের

ইনিংস খেলেন। এছাড়া মায়ঙ্কওয়েল (০) ও স্টোইনিস (১) অপরাজিত থাকেন। ফিঞ্চের ইনিংসের দৌলতে অস্ট্রেলিয়া জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ২২৯ রানের পাহাড় গড়ে তোলে। জিম্বাবোয়ের হয়ে ২টি উইকেট নেন মুজারাবানি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১২৯ রানেই থেমে যায় জিম্বাবোয়ের ইনিংস। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯টি উইকেট হারায় তারা। জিম্বাবোয়ের ব্যাট করতে নেমে ওপেনার চিভাভা (১৮) ও মিরে (২৮) আউট হলে অন্য কোনও ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে দাঁড়াতেই পারেনি অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের সামনে। অধিনায়ক হ্যামিল্টন মাসাকাদজা (১২), মুসাকান্দা (১০), মোর (১৯), চিওঙ্গুরা (৭), ক্রল (১০), চিসোরো (৬) ব্যাট হাতে ব্যর্থ। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অ্যান্ড্রু টাই ৩টি উইকেট নেন। দুটি উইকেট নিয়েছেন অ্যাস্টন আগার। একটি করে উইকেট নিয়েছেন স্টানল্যাক, রিচার্ডসন, ম্যাক্সওয়েল ও স্টোইনিস। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন অ্যারন ফিঞ্চ।

কাতার বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সের্জিও র‍্যামোস

মস্কো, ৩ জুলাই: রাশিয়ার দিনিস চেরিশেভ এক সময় রিয়াল মাদ্রিদে খেলতেন। সের্জিও র‍্যামোসের বন্ধু। রবিবার টাইব্রেকারের সময় নিজে গোল করে র‍্যামোস বল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন চেরিশেভের জন্য এবং বলটা দেওয়ার সময় খুব বিশ্রী ভঙ্গিতে তাঁকে কিছু বলেছিলেন। কিন্তু চেরিশেভের গোল করা আটকায়নি। উল্টে দেখা যায় স্পেন বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলে সেই চেরিশেভই এগিয়ে র‍্যামোসকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন। কিন্তু স্পেনের মহাতারকা ডিফেন্ডার তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। স্পেনের ফার্নান্দো ইয়োরোও তাঁর কান্না থামাতে পারছিলেন না। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে পরে বলেন, স্পেনের হয়ে আরও অনেক অনেক বছর খেলতে চাই। অবসরের প্রশ্নই নেই। দাঁড়ি পেকে গেলেও না। হয়তো ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপেও আমাকে দেখতে পাবেন। র‍্যামোস অবশ্য স্বীকার করেছেন, জানি সেটা কঠিন হবে। এখনও চার বছরের ব্যাপার। প্রচুর কষ্ট করতে হবে। অনেক ত্যাগও। তবু আমি খেলে যেতে চাই। যদিও ভয়ঙ্কর চাপা একটা কষ্ট নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। আরও কষ্ট হচ্ছে এই জন্য যে নির্ধারিত সময়ে এক টাও ম্যাচ না হেরে আমাদের চলে হচ্ছে। র‍্যামোস জানেন, বিশ্বকাপে বিপর্যয়কে আরও বিষম করে আস্ত্রে ইনিয়েস্তা ও জেরার্ড পিকে জানিয়ে দিয়েছেন জাতীয় দলের হয়ে তাঁরা শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ইনিয়েস্তার বয়স ৩৪ ও পিকে ৩১। সেখানে র‍্যামোস আরও খেলে যাওয়ার কথা বলছেন। এমনকি কাতারেও খেলতে চান। তিনি অবশ্য মনে করছেন, এই সব মহারথিরা বিদায় নিলে স্পেনের ফুটবলে ঘোর দুর্দিন নেমে আসবে না। র‍্যামোস বলেছেন, ওরা চলে গেলে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না। অন্য অনেকে আসছে। নতুনরাও ভাল। আমাদে যুব দলটাও দারুণ। ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি। র‍্যামোস যাই বলুন, স্পেনের সংবাদ মাধ্যমে র‍্যামোসদের যথেষ্ট সমালোচনা করা হচ্ছে। তীব্র কটাক্ষে মোড়া আবহেই নতুন আলো খুঁজছেন অনেকে। র‍্যামোস তো আছেনই। দা হিয়া, ইয়েরোও শুনিয়েছেন আশার কথা। দা হিয়ার মন্তব্য, আমরা ঘুরে দাঁড়াবোই। কোনওদিন লড়াই ছাড়ব না। ইয়েরোর মন্তব্য, অনেক স্বপ্ন ছিল। সবই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ স্পেনীয়দের মতো আমরাও মারাত্মক হতাশ।কিন্তু ফুটবলারদের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। প্রত্যেকে প্রাণপাত করেছে। তাই কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে কী বলবেন কোচ? লোপেতেগির জায়গায় রাতারাতি স্পেনের কোচ হয়ে যাওয়া ইয়েরোর জবাব, মোটই সামনের দিকে অন্ধকার দেখছি না। আমরা ফিরে আসবই। সংবাদ মাধ্যমের কোচ থাকা বা না থাকার প্রশ্নে ইয়েরো বলেছেন, আমি জানি না। দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছি। আগামী দিনও নিজের জন্য কিছু ভাবব না।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্ লাহা*(পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).